কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লা
adcomilla@dae.gov.bd
dae-comreg.chittagongdiv.gov.bd

স্মারক নং: ১২.১৬.১৯০০.০৪১.৯৯.৩৩০.২৩.-২৪

তারিখ: ০৪ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি.

বিষয়: 'ঘন কুয়াশা ও শৈত্য প্রবাহ থেকে ফসল রক্ষার্থে করণীয়' ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জানানো যাচ্ছে যে, ডিসেম্বর মাসের শেষ হতে জানুয়ারি মাসের শেষ পর্যন্ত সাধারণত সারাদেশে ঘন কুয়াশা ও শৈত্য প্রবাহ বিরাজমান থাকে। এজন্য কোন অবস্থাতেই যেন বোরো বীজতলা, বোরোধানের ক্ষেতসহ অন্যান্য ফসল যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ঘন কুয়াশা ও শৈত্য প্রবাহ থেকে বোরো বীজতলা, বোরোধানের ক্ষেতসহ অন্যান্য ফসল রক্ষার্থে নিম্নবর্ণিত করণীয়সমূহ প্রতিপালনের জন্য আপনার জেলা, উপজেলা ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা দেওয়ার অনুরোধ করা হলো।

'ঘন কুয়াশা ও শৈত্য প্রবাহ থেকে ফসল রক্ষার্থে করণীয়'

১. শৈত্য প্রবাহের সময় বীজতলা স্বচ্ছ পলিথিনের ছাউনি দিয়ে সকাল ১০.০০টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে, যাতে বীজতলার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং রাতে খোলা রাখতে হবে। প্রয়োজনে বীজতলায় বাঁশের অস্থায়ী কাঠামো তৈরি করা যেতে পারে যাতে পলিথিন চারার পাতা স্পর্শ করতে না পারে
২. প্রতিদিন সকালে বীজতলার পানি বের করে দিয়ে আবার নুতন পানি দিতে হবে
৩. সকালে চারার উপর জমাকৃত শিশির ঝরিয়ে দিলে চারা ঠাণ্ডার প্রকোপ থেকে রক্ষা পায় এবং স্বাভাবিকভাবে বাড়তে পারে
৪. বীজতলায় সাধারণভাবে ৩-৫ সে.মি. পানি ধরে রাখতে হবে যাতে করে বীজতলার তাপমাত্রা বাইরের তাপমাত্রা থেকে কিছুটা বেশি হয় এবং চারার ঠাণ্ডা সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
৫. শৈত্য প্রবাহ চলাকালীন সময়ে চারা উত্তোলন না করে কয়েকদিন চারা রোপন বন্ধ রাখা ভালো
৬. কুয়াশা কেটে গেলে বীজতলায় ছাই ছিটিয়ে দেয়া যেতে পারে
৭. রোপনের জন্য কমপক্ষে ৪০-৪৫ দিন বয়সের চারা রোপন করতে হবে। চারা রোপনের সময় প্রতি গোছায় ২/৩ টি চারা রোপন করতে হবে
৮. রোপনের পর কুশি অবস্থায় শৈত্য প্রবাহ শুরু হলে জমিতে ৫-৭ সে.মি. পানি রাখতে হবে
৯. থোড় বা শিষ অবস্থায় নিম্ন তাপমাত্রা বিরাজ করলে ধানের ক্ষেতে ১০-১৫ সে.মি. পানি রাখতে হবে
১০. বোরো মৌসুমে হাওড় অঞ্চলে স্বল্প জীবনকালের জাতসমূহের ৪০-৪৫ দিন বয়সের চারা রোপনের মাধ্যমে কাইচথোড় বা থোড় অবস্থায় সংকটময় নিম্ন তাপমাত্রা এড়ানো যায় এবং চিটা সমস্যা মোকাবেলা করা যায়।

সরিষা, মসুর ও খেসারি: তীব্র শীতে ও ঘন কুয়াশায় সরিষা, মসুর ও খেসারি ফসলে ছত্রাকজনিত রোগের আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সেজন্য ইপ্রোডিওন ১৭.৫% + কার্বোন্ডাজিম ৮.৫% গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন ইপ্রোজিম ২৬ ডব্লিউপি (১মি.লি./ লি. পানি) অথবা ইপ্রোডিওন গ্রুপের ছত্রাকনাশক রোভরাল ৫০ ডব্লিউপি/ রোভানন ৫০ ডব্লিউপি নামক ছত্রাকনাশক (১ গ্রাম/লি. পানি) মিশিয়ে ৭ দিনের ব্যবধানে দু'বার এসব ফসলে স্প্রে করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

টমেটো ও আলু: তীব্র শীতে টমেটো ও আলু ফসলে লেট ব্লাইট রোগের আক্রমণ হতে পারে। এ জন্য ৭ দিনে ব্যবস্থানে ২ বার প্রতি লিটার পানিতে ২-২.৫ গ্রাম ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক অথবা বোর্দোমিক্সার এ ফসলে ভালোভাবে স্প্রে করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

আম: ঘন কুয়াশায় আমের মুকুল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ রকম আবহাওয়ায় প্রতিরোধক হিসেবে ফুল ফোঁটার আগে বোর্দোমিক্সার অথবা প্রপিকোনাজল গ্রুপের টিল্ট ২৫০ ইসি/ প্রপিকোন ২৫০ ইসি (০.৫ মি.লি./লি. পানি) অথবা হেক্সাকোনাজল গ্রুপের কনটাফ ৫ ইসি/ হেক্সা ৫ ইসি/ সাহবাব (২মি.লি./লি. পানি) অথবা মেনকোজেব গ্রুপের ইনডোফিল এম ৪৫ অথবা সালফার গ্রুপের থিওভিট (২ গ্রাম/লি. পানি) হারে প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া, এ সময় শোষক পোকার (হপার) আক্রমণ হতে পারে। এজন্য কার্বাইল/ ক্লোরোপাইরিফোস+সাইপারমেথ্রিন/ সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের কীটনাশক অনুমোদিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে।

০৪.০১.২০২৩

ড. মোহিত কুমার দে
অতিরিক্ত পরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
কুমিল্লা অঞ্চল
ফোন: ০২৩৩৪৪৩৬৯০৯
addaecomilla@yahoo.com
addaecomilla@gmail.com

উপপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
কুমিল্লা/ চাঁদপুর/ ব্রাহ্মণবাড়িয়া

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:
১। পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫